দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 29 OCT 2002
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গোলটেবিল বৈঠক

আগামী বছর থেকে সকল স্কুল-কলেজে কেন্দ্রীয়ভাবে ভর্তি পরীক্ষা চালু হবে

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বর্তমান সরকারের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে গতকাল (সোমবার) শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'শিক্ষা ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও সরকারের এক বছর' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ওসমান ফারুক বলেছেন, দেশের সরকারী-বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুল এবং ইন্টারমিডিয়েট কলেজে আগামী বছর থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির ব্যবস্থা করা হবে। এর ফলে ভর্তি নিয়ে অভিভাবকদের হয়রানি ও দুর্নীতিরোধ করা সম্ভব হবে। বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের কেন্দ্রীয় ভর্তি পরীক্ষা চালু হয়েছে। তিনি বলেন, বিএনপি সরকার হচ্ছে শিক্ষাসহায়ক সরকার। গত এক বছরেই জাতি তার প্রমাণ পেয়েছে। তবে এই শিক্ষাকে অবশ্যই গুণগত মানসম্পন্ন এবং মূল্যবোধ ও নৈতিকতাপূর্ণ শিক্ষায় পরিণত করতে হবে। এজন্য সরকার ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

গোলটেবিল বৈঠকে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ.ন.ম এহসানুল হক মিলন বলেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসেই নকল প্রতিরোধ করেছে। ভেঙ্গে পড়া শিক্ষার উন্নয়নে এখন কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। আগামী বছর হবে শিক্ষার ব্যাপক সংস্কারের বছর। শিক্ষাক্ষেত্রে সিস্টেম লস কমিয়ে আনার জন্য তিনি শিক্ষকদের সক্রিয় হবার আহবান জানিয়ে বলেন, আমাদের এবারের কর্মসূচী হচ্ছে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন। এতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্টরা কোন ছাড় পাবেন না। শিক্ষা সচিব মোহাম্মদ শহীদুল আলমের সভাপতিত্বে গতকাল ঢাকার বিয়াম মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই গোলটেবিল বৈঠকে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন আহমদ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রতিষ্ঠাতা ভিসি প্রফেসর ড. আবদুল বারী,

বর্তমান ভিসি প্রফেসর ড. আবদুল মোমিন চৌধুরী, নটরডেম কলেজের প্রিন্সিপাল অধ্যাপক বেঞ্জামিন ডি কস্টা, আইডিয়েল স্কুল ও কলেজের সাবেক প্রিন্সিপাল ফয়জুর রহমান, শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক শরীফুল ইসলাম, মিরপুর সরকারী বাঙলা কলেজের প্রিন্সিপাল প্রফেসর ফিরোজা বেগম, ধানমন্ডি গভঃ ল্যাবরেটরী হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক রশিদউদ্দিন জাহিদ, মণিপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সফদর আলী প্রমুখ।

বৈঠকে শিক্ষা সচিব মোহাম্মদ শহীদুল আলম জানান, গত এক বছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৫৫টি উন্নয়ন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। আগামী বছর শিক্ষার মান উন্নয়ন, মেধাবী শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষকদের উন্নত প্রশিক্ষণ, পরিদর্শন ব্যবস্থা জোরদার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যথাযথ পরিচর্যা, শিক্ষকদের নিয়মিত ক্লাস নেয়ার ব্যবস্থাসহ পাঠ্যক্রমকে যুগোপযোগী করার জন্য ব্যাপক কর্মসূচী নেয়া হয়েছে।